

মুশরিকদের রক্ত প্রবাহিত করার বৈধতা



AHLUL HAQQ
publications



(ক) ইমাম সারাখসী رحمه الله বলেছেন, قال السرخسي: ولا شيء على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوة

মুর্তাদদেরকে ইসলামের দিকে দাও‘আত দেওয়ার পূর্বে হত্যা করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এরা এসকল কাফিরের পর্যায়ে, যার কাছে দাও‘আত পৌঁছে গেছে।[১]

(খ) ইমাম নববী رحمه الله বলেছেন, قال الإمام النووي: وأما من لا عهد له، ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في قتله على أي دين كان. যেসকল কাফিরদের সন্ধিচুক্তি, আমান বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা চুক্তি নেই, তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন জিম্মাদারী নেই। চাই সে যেকোন ধর্মেরই হোক না কেন।[২]

(গ) ইবনু মুফলিহ رحمه الله বলেছেন, ولا تجب بقتله دية ولا كفارة - أي الكافر من لا أمان له - لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير. কাফিরের সাথে যদি কোন ‘আমান’ না থাকে তাহলে তাঁকে হত্যা করলে কোন ধরনের দিয়ত বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সাধারণভাবে তাঁর রক্ত শূকরের রক্তের ন্যায় বৈধ [৩]

(ঘ) ইমাম আশ-শাফি‘য়ী رحمه الله বলেছেন,

الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة. আল্লাহ তা‘আলা কাফিরের রক্ত ও মাল বৈধ করে দিয়েছেন, তবে যদি সে জিযিয়া প্রদান করে অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা চুক্তিতে থাকে তাহলে নয় [৪]।

(ঙ) ইমাম আশ-শাওকানী رحمه الله বলেছেন, أما الكفار فدمائهم على أصل الإباحة كما في آية السيف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب...

আর কাফিরদের রক্ত মৌলিকভাবেই বৈধ, যেমনটা তরবারির আয়াতে রয়েছে। অধিকন্তু যখন তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, (তখন আর বলার অপেক্ষাই রাখে না) [৫]। তিনি আরও বলেছেন, والمشارك سواء حارب أم لم يحارب: مباح الدم ما دام مشركًا السيل الجرار, মুশরিক চাই সে যোদ্ধা হোক বা না হোক যতক্ষণ সে মুশরিক থাকবে ততক্ষণ তাঁর রক্ত বৈধ [৬]।

(চ) ইমাম মাওয়ারদী رحمه الله “আহকামুস

ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين، محارباً وغير محارب” মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধের উপযোগী যে কাউকে সুযোগ পেলেই হত্যা করা বৈধ। চাই তারা যুদ্ধরত হোক বা না হোক।[৭]

(ছ) বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারীদের জবাবে প্রখ্যাত ইমাম আল-আল্লামাহ বদরুদ্দীন ইবনে জামা‘আহ رحمه الله যিনি ইবনু কাসীর ও আল-আল্লামাহ আয-যাহাবীর শিক্ষক) এর স্পষ্ট বক্তব্য হলো, يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً، لقوله تعالى: “فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَفْعُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَفْعُوا لَكُمْ مَرْصِدٌ” দালীল হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَفْعُوا لَكُمْ مَرْصِدٌ”

অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকো (সূরাহ আত-তাওবাহ, ৫)।

[১] ১০/১২০/المبسوط

[২] রওদাতুল তলবীন, ৯/২৫৯

[৩] আল-মিবদা, ৮/২৬৩

[৪] আল-উম্ম, ১/২৬৪

[৫] আস-সাইলুল জিরার, ৪/৫২২

[৬] প্রাগুক্ত, ৪/৩৬৯

[৭] আহকামুস সুলতানিয়াহ, চতুর্থ অধ্যায়